নদীতীরে সূর্যাস্ত

- অনিন্দিতা মানিক

" সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা

আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা

বাঁকা তলোয়ার। "

___ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিঁদুরে রাঙা অস্তবেলার লাল সূর্য, প্রকৃতির এক অন্যরকম রূপ। দিনের শেষবেলায় চারপাশের কর্মব্যস্ততার অবসান, সকলের ঘরে ফেরার পালা। প্রকৃতিতে নেমে আসে এক অন্যরকম প্রশান্তির ছোঁয়া। আধেক আলো, আধেক অন্ধকারের এক মায়াময় খেলা প্রকৃতি জুড়ে চলতে থাকে। চরাচরে সর্বত্রই এক নৈসর্গিক নীরবতার আওয়াজ। পশু, পাখি বাসার দিকে ফিরতে থাকে। ক্লান্ত মানুষ সারাদিনের কাজ শেষ করে ফিরে আসে বাড়িতে।

এই অস্তবেলায় নদীতীরে দাঁড়ালে প্রকৃতির এক অন্যরকম সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। বিস্তৃত নদীতীর, কল্লোলিত নদী, স্বর্গীয় আভায় রঞ্জিত আকাশ - বিশ্বস্রষ্টা এই মোহময় সৌন্দর্যের মায়াজালে মানুষকে জড়িয়ে রেখেছেন, রহস্যময় এক জগৎ তৈরী করে খেলছেন আড়ালে বসে।

দিবসের গমন আর রাত্রিকালের আগমনের এই মাহেন্দ্রক্ষণটিতে পৃথিবী মিলন-বিরহের খেলায় মেতে ওঠে। আকাশ, মাটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে একঝাঁক মৌনতা। নদীতীর, মাঠ, বনানী সমস্ত কিছু নিরব। এমন লালীমায় সূর্যাস্ত ঘোমটা-ঢাকা লাজুক নববধূর কথা মনে করিয়ে দেয়। আকাশ আর নদী যেন দিগন্তের সীমারেখায় মিলিত হয়েছে। আকাশের রক্তিম রঙ যেন নদীর জলে মিশে গেছে, যেন কেউ লাল আলতা ঢেলেছে নদীর জলে। আর সেই রঙীন জল কেটে ঘরমুখো পালতোলা নৌকা এগিয়ে চলেছে। নদীর তীর ঘেঁষে সারিবদ্ধভাবে উড়ে চলেছে একঝাঁক সাদা বক। যেন কারোর বিদায়বেলায় সম্বর্ধনা জানাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ তারা এগিয়ে চলেছে তার পানে। বিদায়বেলা? হ্যাঁ, তাইতো…ওই অগ্নিগোলক তার উষ্ণতা বিলিয়ে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত। প্রকৃতিতে কান পাতলে স্পষ্ট শোনা যায় বিরহের বেদনাআর্ত স্বর। প্রকৃতির এই বিরহকে অগ্রাহ্য করে প্রকৃতির নিয়মেই প্রকৃতির কোলে ডুব দেয় রক্তিম সূর্য।

কালো চাদরে ঢাকা পড়ে প্রকৃতি। কালো চাদর? নাকি রবি ঠাকুরের কবিতায় বর্ণিত সেই গ্রামের মেয়ে 'কৃষ্ণকলি'র আবির্ভাব? তা সে যাই হোক কিন্তু প্রকৃতির এই রূপও অতুলনীয়। অস্তবেলার টকটকে লাল সূর্য নদীর বুকে ডুব দিয়ে যেন সমস্ত রং ধুয়ে আবার শান্ত, শীতল, মনোমুগ্ধকর হয়ে ফিরে এসেছে আকাশ পারে। প্রকৃতির বিরহের আগুনে শীতলতার ছোঁয়া, হারিয়েও আবার ফিরে পাওয়া। প্রকৃতির মায়া বোঝা দায়। এতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকা প্রকৃতির মৌণতা কাটিয়ে রাতজাগা পাখির কিচিরমিচির আওয়াজ ভেসে আসছে, ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁপোকার ঝিঁঝিঁ ডাক, জোনাকির টিপটিপ আলো দেখা যাচ্ছে, সাদা ফুলের সুবাসে ম ম করছে চারিদিক। আবার এক স্বর্গীয় শোভা, আবার প্রকৃতির নতুন খেলা, আবার মায়ায় আবদ্ধ আমরা।